সিডনীর দ্বিতীয় বিদায়

মখদুম আজম মাশরাফী

ঝড়ো রাত ও দিন,
বৃষ্টি কাতর সিডনী আমাকে বিষন্ন বিদায় জানাতে খুব করে কেঁদেছে সেদিন।
টনটনে বুকের অতল ব্যাথায় কনকনে ভেজা দিন পেরিয়ে
তখনও নামেনি পুরোটা আঁধার, ফেলে আসা চেনা পথ, আবাস ও আকাশ
আছাড়ী ক্রন্দন করে দাপিয়েছে সেই সাঁঝ বেলা।
আমার যাত্রার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে পথে।
বিগড়ে যাওয়া গাড়ী, পথপাশে দাঁড়িয়ে করুন দেখেছে আমার চলে যাওয়া।

তাই ফিরে যেতে হল পর দিন, রেলে চেপে।
সেই চেনা বাতাসের সাথে বলা কথার মিতালী,
সেই প্রফুল্ল বিকেলের আলো জানালো আপন করে বুকে নেয়া উষ্ণ সম্ভাষন।

কি অবাক! সেই দিন যখনই বেরুবো ফেরার পথে ফের
সেই বৃষ্টির ক্রন্দন, সেই রোদুদ্দমান সন্ধ্যার প্রকৃতি
জড়ালো পথের পারে, দেহে মনে, আদিগন্ত অন্ধকারে ঢেকে।

থামতেই হল। পর প্রত্যুষে আবারও ফেরার পথ অশ্রুতে হল পিচ্ছিল।
পুনর্বিদায়ও হল বিষন্ন মলিন।
কেন যে যাওয়ার বেলা এই কান্না এই বেদনার ঘনঘটা মেঘভারে করে টলমল।
তবু যেতে হবে বলে ছিন্ন করে খুব প্রিয় মায়াডোর খানি,
ভেঙ্গে মন খান খান, কঠোর মনের লাগাম খানি টেনে
বাড়াতেই হল পদ, পথ ধরে দীর্ঘ বেদনায়।
বিদায় শেষের যাত্রা দীর্ঘ হলে ব্যথা দীর্ঘ হয়।
মুচড়ে যাওয়া, দুমড়ে ওঠা মনের বাগানখানি দীর্ঘ ঝড়োরাতে
অসহায় কান্নার করে আয়োজন। নতুন মায়ায় মন থাকে না প্রতীক্ষায়,
তবুও বাড়েই যেন মায়ার বন্ধন। লতার আকর্ষীর মত অদৃশ্য নীরব জড়ায় যাত্রায়।
পায়ের শৃঙ্খলখানি ভারী হয়ে ওঠে। যেন দুপাতার নবীন চারাটি
মাটিকে আশ্রয় করে সখ্য গড়ে বাগানের বসতির সাথে।
আকাশ, আলোক, বৃষ্টি, রোদ, সন্ধ্যা ও প্রকৃতি, পতঙ্গের ওড়াউড়ি, মৌটুসী
এরকম সবার বন্ধন তাকে জড়ায় বাহুতে। মাটি তার শেকড়ের নরম পরশে
বুকে করে টানে তাকে আপনার দিকে। আকাশ, আলোক তাকে ভালবেসে
দেয় ঢেলে নিত্য বিকাশ।
একদিন বিদায় ঘনালে, নীল ব্যথা সাপের বিষের মত ছড়াবে হৃদয়ে।
তন্ত্রি ছিড়ে বেদনার গীত কান্নার স্বরে অশ্রুময় করে পথ জানাবে বিদায়।

উডভীল। এডেলেইড। ২৫ নভেম্বর ২০০০